দৈনিক পূর্বকোণ

প্রথম পাতা

আজকের পত্রিকা । ই-পাতা । ঈদ সংখ্যা ২০১১ । বিজ্ঞাপন

সোমবার, ১২ ডিসেম্বর ২০১১

চউক চেয়ারম্যান ছালাম সিডিএর ইতিহাসে ৫০ বছরে যা হয়নি, সেই রেকর্ড দেখাতে চাই

পূর্বকোণ : নগরীর উন্নয়নে অবকাঠামোগত দিক অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ কী? উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সংখ্যা এবং অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কতো ? আবদুচ ছালাম : আমার উপর আস্থা রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়ার পর আমি প্রথমেই জানা ও বোঝার চেষ্টা করি, চট্টগ্রামের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রকল্প কী হতে পারে। সে ভিত্তিতে আমি অনুভব করলাম, শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে রাস্তাঘাটের উন্নতি করা ছাড়া কোন উদ্যোগই সফল হবে না।

তাই রাস্তা সমপ্রসারণ ও উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের চিন্তা করে নগরীতে ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। সব মিলিয়ে ২৬টি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এসব প্রকল্পে ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে। ইনশাআল্লাহ, সিডিএর ৫০ বছরের ইতিহাসে যে উন্নয়ন হয়নি, আমার মেয়াদকালের মধ্যে আমি তা করে দেখাবো। এজন্যে নগরবাসীর সহযোগিতা চাই। পূর্বকোণ : সিডিএর অন্যতম একটি কাজ জনগণের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আপনি সে ধরনের কোন প্রকল্প হাতে নেন নি। এর কারণ কী? আবদুচ ছালাম: আমি দেখেছি, সিডিএর এ পর্যন্ত যতোগুলো আবাসন প্রকল্প হয়েছে সেসব প্রকল্পের মধ্যে এখনো ৫ হাজার প্লটে কোন বাড়ি ঘর হয়নি। এসব প্লট শুধু হাতবদল হচ্ছে। অর্থা আবাসনের কথা বলে এসব প্লট এখন ব্যবসায়িক পণ্য হয়ে গেছে। আমি তাই আবাসন করে কাউকে ব্যবসার সুযোগ করে দিতে চাই না। তাছাড়া বর্তমানে যেভাবে জায়গার দাম বাড়ছে, তাতে জায়গা কিনে আবাসন করার মতো অবস্থা আর নেই। ভূমি ব্যবহারে বিবেচকের ভূমিকা নেয়ার সময় এসে গেছে। তবে অবৈধ দখলে যাওয়া জায়গা উদ্ধার করা গেলে সেখানে আবাসন করার পরিকল্পনা সিডিএর রয়েছে। প্লট না করে আমরা ইতিমধ্যে ফ্ল্যাট প্রকল্প করার উদ্যোগ নিয়েছি। পূর্বকোণ : রাস্তা-ঘাটের উন্নয়নের প্রশংসা করলেও বিশেষজ্ঞগণ ফ্লাইওভার নিয়ে ঘোর আপত্তি তুলেছেন। বলা হচ্ছে, মাস্টার প্ল্যানে ফ্লাইওভার নির্মাণের কথা থাকলেও তা করার আগে পর্যালোচনা করে তা নির্মাণ করার কথা রয়েছে। কিন্তু আলোচনা- পর্যালোচনা ছাড়াই ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হচ্ছে বলে তারা আপত্তি তুলেছেন- আবদুচ ছালাম : আমি মাস্টার প্ল্যান অনুসরণ করেই ফ্লাইওভার করছি। দক্ষিণ চট্টগ্রামের যানবাহনের চাপ বিদ্যমান রাস্তা দিয়ে বহন করা সম্ভব নয়। তাই ফ্লাইওভার নির্মাণের কোন বিকল্প নেই। ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিবর্তে অনেকে আউটার রিং রোডকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলছেন। সেটিতো জাইকা করছেই। এই প্রকল্প একাধিক পর্যায়ে সম্পন্ন করা হবে, যা সময়সাপেক্ষ। সেদিকে মনযোগ দিলে দীর্ঘসূত্রিতায় পড়ে কোন কাজই আর হবে না। যেভাবে বিগত ৪০ বছরে চট্টগ্রামের উন্নয়ন হয়নি। আমি চাই, যতদিন এ পদে আছি জনগণকে কাজ দেখিয়ে যেতে। অনেকেই আজ আমার কাজের সমালোচনা করছেন। তবে একদিন সবাই উপলব্ধি করবেন, আমার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। পূর্বকোণ : ক্ষতিপূরণের টাকার ব্যাপারে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করছেন। কবে নাগাদ ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণের টাকা পাবেন? আবদুচ ছালাম : আমি অভিভূত এজন্যে যে, নগরবাসী আমাকে বিশ্বাস করে টাকা হাতে পাওয়া ছাড়াই তাদের স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলছেন। ওয়ান-ইলেভেন কিংবা সামরিক শাসনের সময় যেসব জায়গায় হাত দেয়া যায়নি, সেসব এখন মালিকরা নিজ উদ্যোগে ভেঙ্গে রাস্তার উন্নয়নের জন্য দিয়ে দিচ্ছেন। কারণ একটাই, লোকজন দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন বঞ্চিত। এখন উন্নয়নের কথা শুনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। জনগণের আস্থার প্রতিদান আমি উসব করে দিতে চাই। এ পর্যন্ত যে হিসেব পাওয়া গেছে, তাতে ৩শ' কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে। আশা করি ডিসেম্বরের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের এক কিস্তির ১শ' কোটি টাকা আনুষ্ঠানিকভাবে দিতে পারবো।